International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XI, Issue-V, September 2025, Page No. 18-23
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.11.issue.05W.126

জয়রাশিভট্টের মতে শব্দ প্রমাণ: একটি সমীক্ষা

ড. মৈত্রী গোস্বামী
স্বাধীন গবেষক, ঊষাগ্রাম, আসানসোল, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 29.07.2025; Accepted: 20.08.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Indian epistemology, śabda is considered a fundamental means of valid knowledge. Philosophical systems such as Nyāya, Sāṅkhya, Yoga, Mimāmsā, Vedānta and jainism recognize śabda as an independent and valid source of knowledge. However, schools like Cārvāka, Buddhism, Vaiśesika take a contrary stance. The present article focuses on the concept of śabda pramāṇa from the perspective of Cārvāka philosophy. In particular, it is discusse the view of the Cārvāka philosopher Jayarāśibhatta on śabda as a source of knowledge.

Keywords: śabda pramāṇa, word and meaning relation, trustworthiness

ভারতীয় দর্শনে প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় শব্দ প্রমাণ একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। এপ্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, ভারতীয় দর্শনের সকল সম্প্রদায়ই যে শব্দকে স্বতন্ত্র প্রমাণ হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন এমন নয়। ন্যায়, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত ও জৈন দর্শনে শব্দ একটি স্বতন্ত্র প্রমাণ। চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় এর বিপরীত পক্ষেই অবস্থান করে। বর্তমান নিবন্ধটি শব্দ প্রমাণ বিষয়ে চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্টের মত অনুসরণ করেই আলোচিত হবে। এপ্রসঙ্গে যে কথা বলা নেওয়া দরকার তা হল, শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করার ক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্ট, বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক দার্শনিকগণ যে অভিন্ন মতপ্রকাশ করেছেন এমন নয়। চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্ট, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দার্শনিকগণ স্বতন্ত্র যুক্তিজাল বিস্তৃত করে স্ব স্ব ভঙ্গিতে শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য অস্বীকার করে স্বমত প্রতিষ্ঠা করেছেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, নিবন্ধটি চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্টের মত অবলম্বন করেই আলোচিত হবে। চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্টের মত অবলম্বন করে শব্দ প্রমাণ বিষয়ক এই আলোচনায় অপরাপর ভারতীয় দর্শন সম্প্রদায় ও ভারতীয় দার্শনিকদের অভিমত প্রাসঙ্গিক স্থানে আলোচিত ও বিশ্লেষিত হবে।

একথা সুবিদিত যে, প্রমাণতত্ত্বের আলোচনায় চার্বাকগণ প্রত্যক্ষাতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণের গুরুত্ব অস্বীকার করেছেন। প্রত্যক্ষের অতিরিক্ত অন্যান্য প্রমাণের বিরুদ্ধে যেসকল যুক্তি চার্বাক দর্শনে পরিলক্ষিত হয় তার অধিকাংশই চার্বাক মুনি বৃহস্পতির বার্হস্পত্য সূত্রের আলোকে আলোচিত হয়েছে। এই আলোচনায় উক্ত আলোচনার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই জয়রাশিভট্টের মত অবলম্বন করে শব্দ প্রমাণ বিষয়ক এই আলোচনা করা হবে। তবে এই আলোচনা উভয়মতের সঙ্গে সাদৃশ্য বা বৈসাদৃশ্য দেখানো যেমন কোন মুখ্য আলোচ্য বিষয় নয়, তেমনি কোন মত প্রতিষ্ঠাও উদ্দেশ্য নয়।

চাবার্ক দর্শনে শব্দ প্রমাণরূপে অস্বীকৃত। তাঁদের মতে শব্দ থেকে যথার্থজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। ভারতীয় দর্শনে জ্ঞানের উৎসকে প্রমাণ বলা হয়েছে। অন্যান্য ভারতীয় দর্শনে শব্দ প্রমাণের যে মাহাত্ম্য রয়েছে সেখানে চার্বাক দর্শনে প্রমাণরূপে শব্দের অবস্থানটি কী? এক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য একজন ব্যক্তির শব্দ শোনার পর যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তার শ্রাবণপ্রত্যক্ষ হয়। আবার কোনো বক্তা কর্তৃক উচ্চারিত বাক্য থেকে শ্রোতার যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ। ফলত এইরূপ শ্রাবণপ্রত্যক্ষ বা মানস প্রত্যক্ষের কারণরূপে শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন

নেই। আবার যে সকল দর্শন সম্প্রদায় আপ্তবাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে গ্রহণ করেন তাঁদের বিরুদ্ধেও চার্বাক দর্শনের বক্তব্য আপ্তত্ব ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় নয় সেক্ষেত্রে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হবে কি করে? তাঁরা শব্দের প্রামাণ্য নিরসন কল্পে বলেছেন শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নয়। শব্দ থেকে আমাদের কোনো প্রকার জ্ঞান উৎপন্ন হতে পারে না তাই শব্দ প্রমাণ নয়। এখানে যে সকল দর্শন সম্প্রদায় শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন তাঁদের মতে আপ্তব্যক্তির বাক্যই শব্দ প্রমাণ। এই মতের বিরোধিতা করে চার্বাকগণের বক্তব্য কোনো ব্যক্তির আপ্তত্ব অনুমিত বিষয়। সেক্ষেত্রে ব্যাপ্তি নির্ভর অনুমানের প্রামাণ্য যেখানে প্রতিষ্ঠিত নয় সেক্ষেত্রে অনুমান নির্ভর আপ্তত্বের দ্বারা শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য কিভাবে সিদ্ধ হবে? আর যে সকল দর্শন সম্প্রদায় বৈদিক বাক্যকে শব্দ প্রমাণ বলে মনে করেন তাঁদের মতও চার্বাকগণ গ্রহণ করেন না। কারণ, চার্বাকগণ বেদের প্রামাণ্যকেই অস্বীকার করেন। ভারতীয় দর্শনে চরমপন্থী নাস্তিকরূপে পরিচিত চার্বাক দার্শনিকগণের বক্তব্য হল, বেদের ভাষা বহু ক্ষেত্রে দুর্বোধ্য। তাই শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধটি কিরূপ সম্বন্ধ সেটিও স্পষ্টভাবে বলা যায় না। এপ্রসঙ্গে চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্টের মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যদিও তিনি বিতণ্ডাবাদী, কোনো প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকার করেন না। বর্তমান প্রবন্ধটি জয়রাশিভট্টের *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থ অবলম্বনে আলোচিত হবে। এই গ্রন্থে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য নিরসন কল্পে তিনি স্বতন্ত্র যুক্তিধারা প্রয়োগ করলেও শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে উপরিউক্ত চার্বাকমতের সাথে তাঁর কোনো বিরোধ নেই। শব্দ প্রমাণ বিষয়ক উপরে বর্ণিত চার্বাক দর্শন সম্প্রদায়ের সাধারণ বক্তব্যগুলি জয়রাশিভট্টের *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে সুনির্দিষ্টভাবে ব্যাখ্যাত ও বিশ্লেষিত হয়েছে। জয়রাশিভট্ট শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনো প্রকার সম্বন্ধ যেমন স্বীকার করা যায় না একথা প্রতিপাদন করেছেন।[১] তেমনই যে সকল দর্শন সম্প্রদায় আপ্তবাক্যরূপে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেছেন তাঁদের মতকেও তিনি খণ্ডন করেছেন।[২] শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনে তাঁর যুক্তিধারা শব্দ প্রমাণবিষয়ক আলোচনাকে সমৃদ্ধ করেছে।

জয়রাশিভট্ট তাঁর *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ*গ্রন্থে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনের প্রয়াস করেছেন। তিনি মূলত শব্দার্থ সম্বন্ধকে অস্বীকার করেছেন। শব্দ শোনার পর শ্রোতার অর্থ বিষয়ক যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তাকে শাব্দবোধ বলে। এই শাব্দবোধ তখনই সম্ভব যখন শব্দের সঙ্গে অর্থের সম্বন্ধ আছে এটি স্বীকৃত হবে। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় শব্দ থেকে অর্থের জ্ঞান হয় এরূপ দাবী করেন সেক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্য শব্দ ও অর্থের মধ্যে বাচ্যবাচক সম্বন্ধ আছে। তাই শব্দ থেকে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয় তা শাব্দবোধ এবং তার করণরূপে শব্দ প্রমাণ। জয়রাশিভট্ট *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে 'শব্দ অর্থের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ সম্ভব নয়'- এমত জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন করার প্রয়াস করেছেন। যে সকল দর্শন সম্প্রদায় বাচকত্বহেতু শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্যকে স্বীকার করেছেন জয়রাশিভট্ট তাঁদের মতকেও খণ্ডন করেছেন।

শব্দপ্রামাণ্যবাদীগণ শব্দকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করেন। কারণ তাঁদের বক্তব্য শব্দের একটি বাচ্য অর্থ আছে তাই তার প্রামাণ্যও আছে। প্রত্যেক শব্দই কোনো না কোনো অর্থের বাচক। কিন্তু বিতণ্ডাবাদী চার্বাকগণ মনে করেন শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধই স্বীকার করা যায় না। শব্দ ও অর্থের মধ্যে সম্বন্ধ যদি থাকেও তাহলে তা কিরূপ সম্বন্ধ? এপ্রসঙ্গে জয়রাশিভট্ট তাঁর *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ*গ্রন্থে শব্দ ও অর্থের যে কোনোপ্রকার সম্বন্ধ সম্ভব নয় তা উল্লেখপূর্বক শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন করেছেন। শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, "ন তাবত্তাদাত্ম্যলক্ষণঃ, তয়োরাকারভেদাৎ"[৩] অর্থাৎ শব্দ ও অর্থের আকারগত ভেদ আছে তাই তাদের মধ্যে তাদাত্ম্যসম্বন্ধ আছে বলা যায় না। আবার তাদের মধ্যে যে তদুৎপত্তি লক্ষণ সম্বন্ধ আছে সে কথাও বলা যায় না।[৪] কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রে শব্দ থাকলে অর্থ থাকে না আবার অনেক ক্ষেত্রে অর্থের উপস্থিতি থাকা সত্ত্বেও সেখানে শব্দের উপস্থিতি নাও থাকতে পারে। কারণ অর্থহীন শব্দের অভাব নেই। যেমন আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র প্রভৃতি।

---

[১] তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫।

[২] ঐ

[৩] তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫।

[৪] "নাপি তদুৎপত্তি লক্ষণঃ; অর্থাপায়েপি শব্দোদয়দর্শনাৎ,", ঐ।

আবার তিনি দেখিয়েছেন যে, "নাপি সাময়িকঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ।"[৫] তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী শব্দ অর্থের মধ্যে সময়িক বা সাংকেতিক সম্বন্ধ নেই। কারণ শব্দ ও অর্থের সংখ্যা অনন্ত৷ শব্দ ও অর্থের একইসঙ্গে একই নিমিত্তে থাকা সম্ভব নয়। আবার অর্থকে শব্দের সংকেতও বলা যায় না কারণ যে সময় শব্দ থেকে অর্থের প্রতিপত্তি হয় সে সময় সাংকেতিক শব্দের অবস্থান বিদ্যমান থাকে না।[৬] আবার শব্দ অর্থের মধ্যে অর্থ প্রত্যায়ক সম্বন্ধ আছে সেকথাও বলা যায় না।[৭] কারণ অর্থ প্রতিপত্তিবোধের ক্ষণে শব্দের উপস্থিতি থাকে না। অপরদিকে শব্দ ও অর্থের স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে একথা বলা যায় না।[৮] কারণ এই সম্বন্ধ সিদ্ধ হবে কি করে? প্রত্যক্ষ বা অনুমান কোনো প্রমাণের মাধ্যমে তা সম্ভব নয়। যদি এরূপ বলা যায় যে, অর্থাপত্তির সাহায্যে অনুমান করা যেতে পারে- সেটিও বলা সম্ভব নয় কারণ অর্থাপত্তি প্রমাণ হল প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ।[৯] তাহলে বিতন্ডা সম্প্রদায়ের মতে যেখানে প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রমাণের প্রামাণ্য নেই সেখানে প্রত্যক্ষ বা অনুমান নির্ভর অর্থাপত্তি প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত হবে কিভাবে? আবার এটিও বলা যায় যে, অর্থাপত্তি অনুমান ভিন্ন অন্য কোন পৃথক প্রমাণ নয়। এইভাবে জয়রাশিভট্ট দেখিয়েছেন যে, শব্দ ও অর্থের মধ্যে কোনরূপ সম্বন্ধ না থাকায় পদসমূহের বাচকত্ব স্বীকার করা যায় না।[১০] এখানে যে বিষয়টি বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ে যে অপরাপর দুটি পূর্বপক্ষ দর্শন সম্প্রদায় আছে অর্থাৎ বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় শব্দ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞান অনুমানের বিষয় বলে শব্দকে অনুমানের অন্তর্গত করে ক্ষান্ত থেকেছেন। সেখানে জয়রাশিভট্ট শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ অনুসন্ধান করতে করতে অর্থাপত্তি প্রমাণেরও সাহায্য নিয়েছে। যদিও তাঁর মতে, অর্থাপত্তির মাধ্যমেও শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ নির্ধারণ করা সম্ভব নয়। এই আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়, শব্দ ও অর্থের সম্বন্ধ জ্ঞাপক কোনো প্রমাণের দ্বারায় সম্ভব নয়। তাঁর বক্তব্যে অর্থাপত্তি ও অনুপলব্ধি প্রমাণের দ্বারাও যে সম্ভব নয় একথা পরিস্ফুট হয়েছে।[১১] তবে শব্দ প্রমাণের স্বাতন্ত্র্য বিষয়ক আলোচনায় শব্দকে অনুমানের অন্তর্গত করার ক্ষেত্রে অন্যান্য পূর্বপক্ষ মতের চেয়ে জয়রাশিভট্টের মত একটি ব্যতিক্রমী ও অভিনব মতরূপে আলোচনার দাবী রাখে বলে মনে হয়।

এবার দ্বিতীয় দিকের আলোচনা প্রসঙ্গে বলা যায়, যেসকল দর্শনে আপ্তোক্তহেতু শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য স্বীকৃত, জয়রাশিভট্ট তাঁদের মত খণ্ডন করেছেন৷ মীমাংসা ও বেদান্ত ব্যতীত অন্যান্য শব্দ প্রামাণ্যবাদীগণ অর্থাৎ সাংখ্য, যোগ, ন্যায়, জৈন দর্শনে আপ্তবাক্যকেই শব্দ প্রমাণ বলা হয়েছে। তাঁরা শব্দ প্রমাণের আলোচনায় আপ্তত্বকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। আপ্ত কে? -এবিষয়ে তাঁদের দর্শনে বিস্তারিত আলোচনা পরিলক্ষিত হয়। আলোচ্যস্থলে ন্যায়ভাষ্যকার প্রদত্ত আপ্তের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্মগুলি উল্লেখ করা হয়েছে। ন্যায়ভাষ্যকার আপ্তের প্রসঙ্গে বলেছেন সাক্ষাৎকৃতধর্মা ব্যক্তি আপ্ত৷[১২] এই বক্তাদের বাক্য কখনোই বিসংবাদক দোষযুক্ত হয় না। কিন্তু চার্বাকগণ এই মতকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন না৷ কারণ আপ্তবাক্যের প্রামাণ্য প্রত্যক্ষের বিষয় নয়, আর অনুমানের দ্বারাও তা প্রতিষ্ঠা করা যায় না৷ কারণ অনুমানের প্রামাণ্যই যেখানে প্রতিষ্ঠিত হয় নি সেখানে অনুমানের দ্বারা কোন বিষয় সিদ্ধ হবে কীভাবে?[১৩]

---

[৫] তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫।

[৬] "ন চ সংকেতিতশব্দস্য অর্থপ্রতিপত্তিকালে অবস্থানং বিদ্যতে।", তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫।

[৭] "ন চার্থপ্রত্যায়কশব্দস্য সংকোতহবগতঃ,", ঐ।

[৮] "নাপি স্বাভাবিকঃ শব্দার্থয়োঃ সম্বন্ধঃ,", তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫ ।

[৯] "অথ অর্থাপত্ত্যাহনুমীয়তে; সাপ্যনুপপন্না,প্রত্যক্ষাদিপূর্বিকা হি অর্থাপত্তিঃ, প্রত্যক্ষাদ্যভাবে তস্যা অপ্যভাবঃ", ঐ।

[১০] "এবং চ সতি সম্বন্ধে মন্তরেণ পদানাং বাচকত্বং ন যুজ্যতে।", তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫ ।

[১১] "অথ অর্থাপত্ত্যাহনুমীয়তে; সাপ্যনুপপন্না,প্রত্যক্ষাদিপূর্বিকা হি অর্থাপত্তিঃ,..." তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৫ ।

[১২] *বাৎস্যায়নভাষ্য,* বাৎস্যায়ন, *ন্যায়দর্শন* (প্রথম খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক অনুবাদিত ও ব্যাখ্যাত, পৃষ্ঠা ১৮৯।

[১৩] "ভবতু বা আপ্তোক্তত্বম, প্রামাণ্যে কিমায়াতাম্?", তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৮।

একইভাবে শব্দ প্রামাণ্যবাদীগণ আপ্তত্ব হেতু বেদবাক্যের প্রামাণ্য স্বীকার করেছেন৷ কিন্তু জয়রাশিভট্ট এই মত খণ্ডন করেছেন। এই মতের বিরুদ্ধে জয়রাশিভট্টের বক্তব্য, আপ্তোক্তহেতু বেদ বাক্যের প্রামাণ্য সিদ্ধ হবে কিভাবে? এই প্রামাণ্য কি সত্তামাত্রতাহেতু নাকি জ্ঞানবিশেষের জ্ঞানকত্বহেতু?[১৪] এখানে সত্তামাত্রতা হেতু বলা যুক্তিযুক্ত নয় কারণ যা অকারক তার প্রামাণ্য নেই। আবার মীমাংসকগণ "স্বতই বেদবাক্যের প্রামাণ্য সিদ্ধ"- এরূপ মত পোষণ করেন। এক্ষেত্রে জয়রাশিভট্টের বক্তব্য সেখানে কি বিজ্ঞানজ্ঞানকত্বরূপে প্রামাণ্য আছে? বা বেদ বাক্যের বিজ্ঞানজ্ঞানকত্ব এককভাবে সিদ্ধ? 'বিজ্ঞানজ্ঞানকত্ব' বলতে এখানে জ্ঞান উৎপত্তির কারণত্বকে বোঝানো হয়েছে। জ্ঞান উৎপত্তির কারকত্ব বেদবাক্যে আছে। তাই তা স্বতঃসিদ্ধ। জয়রাশিভট্ট এরূপ মত খণ্ডন করার উদ্দেশ্যে এমতের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলেছেন- বাক্যে প্রামাণ্য এককভাবে সিদ্ধ না অন্যান্য সহকারি শর্তাদি রয়েছে? কারণ এককভাবে কোন কিছুই জ্ঞান উৎপন্ন হওয়ার কারণ হতে পারে না- এটি সাধারণ অভিজ্ঞতা লব্ধ৷ আবার ভ্রম অনুসারে এটি সম্ভব নয়। কারণ প্রতিক্ষেত্রে আবার জ্ঞানজনক একক হয়ে যায়৷ ফলে, জ্ঞানের উৎপত্তি সকল কারণাদি একই সময়ে যুগপৎ ক্রিয়া করতে পারে না। সুতরাং বেদ বাক্যের জ্ঞানজনকত্ব স্বতঃই এককভাবে প্রতিষ্ঠিত এ কথা বলা যায় না। আর বেদবাক্য মূলত শ্রুতি বাক্য। যা শুনে শুনে মনে রাখতে হয়। যদি ধরে নেওয়া হয় প্রবক্তা ক্ষীণদোষযুক্ত অর্থাৎ নিষ্পাপ হলেও সেই পরম্পরায় উচ্চারণাদি ভেদে স্মৃতিলোপ প্রভৃতি নানা কারণে বক্তার দ্বারা বিবক্ষিত অর্থের বিপরীত অর্থও শ্রোতার দ্বারা গৃহীত হতে পারে৷ সুতরাং সেখানে বেদ বাক্যের প্রামাণ্য লঙ্ঘিত হচ্ছে।

উপরিউক্ত আলোচনা প্রসঙ্গে যে বিষয়টি উল্লেখযোগ্য বলে মনে হয়, শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডন বিষয়ক আলোচনায় চার্বাক, বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায় এককক্ষে অবস্থান করলেও বিতণ্ডাবাদী চার্বাক জয়রাশিভট্টের মত বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়ের মতের চেয়ে স্বতন্ত্র৷ বৌদ্ধ দর্শন সম্প্রদায়কে যদিও চার্বাক দর্শনের সমকক্ষ বলে মনে হতে পারে কারণ উভয়েই শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করেন না। তবে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্যকে অস্বীকার করার ক্ষেত্রে তাঁদের যুক্তিশৈলী ভিন্ন। বৌদ্ধগণ স্বলক্ষণ ও সামান্যলক্ষণের গ্রাহকরূপে প্রত্যক্ষ ও অনুমান প্রমাণকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। তার অতিরিক্ত শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন নেই। এক্ষেত্রে বৌদ্ধাচার্য দিংনাগ ও ধর্মকীর্তির মত বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *প্রমাণসমুচ্চয়* গ্রন্থে আচার্য দিংনাগ ও *প্রমাণবার্ত্তিক* গ্রন্থে ধর্মকীর্ত্তি শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনে স্বতন্ত্র যুক্তিজাল বিস্তার করেছেন। অপরদিকে বৈশেষিকগণের অবস্থান ভিন্ন। তাঁরা শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকার করলেও স্বতন্ত্র প্রমাণের মর্যাদা দেন না। তাঁদের মতে হেতু থেকে সাধ্যের যেভাবে অনুমান হয় একইভাবে শব্দ থেকে অর্থের অনুমান হয়। ফলত বৈশেষিক দর্শনে শব্দ অনুমান প্রমাণের অন্তর্গত। এক্ষেত্রে চার্বাক দার্শনিক জয়রাশিভট্টের সাথে তাঁদের পার্থক্য রয়েছে। আলোচ্য নিবন্ধে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে বিতণ্ডাবাদী চার্বাক জয়রাশিভট্টের যে মত আলোচিত হয়েছে তা উপরিউক্ত দর্শন সম্প্রদায়ের মতের থেকে একেবারে স্বতন্ত্র ও মৌলিক। জয়রাশিভট্ট বিতণ্ডাবাদী হওয়ায় তিনি কোনো প্রমাণের প্রামাণ্যই স্বীকার করেন না তবে শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য খণ্ডনে তাঁর যুক্তিধারা বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়ের থেকে স্বতন্ত্র তা বিশ্লেষণ করার তাগিদেই এই আলোচনার অবতারণা। বাহুল্য বর্জনের উদ্দেশ্যে বৌদ্ধ এবং বৈশেষিক মত এখানে বিস্তারিত আলোচনা না করা গেলেও শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ক আলোচনায় উক্ত দর্শন সম্প্রদায়ের যে মত বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয় সে বিষয়ে বিস্তারিত গবেষণার দাবী রাখে। আলোচ্য নিবন্ধে একথা প্রতিপাদিত হয় যে জয়রাশিভট্টের মত বৌদ্ধ ও বৈশেষিক দর্শন সম্প্রদায়ের মতের থেকে স্বতন্ত্র যা শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ক আলোচনায় প্রাসঙ্গিকতার দাবী রাখে।

উপরিউক্ত শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ক আলোচনায় চার্বাকগণের অবস্থান পর্যালোচনা করলে প্রশ্ন জাগে, শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি না দিলে শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে চার্বাকগণ কোথায় স্থান দেবেন? শব্দ থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকে অস্বীকার করলে লিখিত বাক্য থেকে বা লৌকিক ব্যবহারের বাক্য থেকে উৎপন্ন জ্ঞানকেও অস্বীকার করতে হয়। সেক্ষেত্রে প্রত্যক্ষৈকবাদী চার্বাক সম্প্রদায়ের অভিমত শাব্দবোধ মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ। কারণ কোনো ব্যক্তি যখন গরুর অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করে সেটা অপরের নিকট উচ্চারণ করেন তখন শ্রোতার নিকটে গরু উপস্থিত থাকে না। কিন্তু গরুর

[১৪] "ভবতু বা আপ্তোক্তত্বম্,প্রামাণ্যে কিমায়াতম্? কিং সত্তামাত্রেণ প্রামাণ্যম্, বিজ্ঞানজনকত্বেন বা? যদি সত্তামাত্রেণ; তদযুক্তম্;অকারকস্য প্রামাণ্যাহযোগাৎ।" তত্ত্বোপপ্লবসিংহ, জয়রাশিভট্ট, জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ, দিলীপকুমার মোহান্ত কর্তৃক বঙ্গানুবাদ থেকে সংগৃহীত পৃষ্ঠা ১১৮।

অস্তিত্ব সম্পর্কে শ্রোতার মানস প্রত্যক্ষ হয়। এমনকি কোনো ব্যক্তি যদি কখনো গরু বা এমন কোনো বিষয় যেটি তিনি কোনো দিন পূর্বে দেখেন নি সেটির অস্তিত্ব সম্পর্কে যদি ঘোষণা করা হয় যে 'গরু আছে' বা 'অমুক বিষয়টি অস্তিত্ববান' সেক্ষেত্রেও শ্রোতার বাক্যটি শোনার পর সেই বিষয় সম্পর্কে এক প্রকার বোধ উৎপন্ন হয় যা মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ। সুতরাং শব্দ থেকে উৎপন্ন বোধ বা শাব্দবোধ মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ অর্থাৎ শব্দ প্রত্যক্ষের অন্তর্ভুক্ত, অতিরিক্ত কোনো প্রমাণ নয়। শব্দ প্রমাণ বিষয়ে প্রচলিত চার্বাক মতের সমালোচনা করেছেন নৈয়ায়িক জগদীশ তর্কালঙ্কার। তিনি তাঁর *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* গ্রন্থের শব্দপ্রামাণ্যনিরূপণ অংশে দেখিয়েছেন যে শাব্দবোধ যদি মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ হয় তাহলে সেটি ঔপনয়িক সন্নিকর্ষজনিত জ্ঞানলক্ষণ প্রত্যক্ষ। তবে সুখ দুঃখের যেভাবে মানস প্রত্যক্ষ হয় শব্দের প্রত্যক্ষ সেভাবে হয় না। আবার শাব্দবোধকে জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষজন্য অলৌকিক মানস প্রত্যক্ষ বিশেষও বলা যায় না। কারণ জ্ঞানলক্ষণ সন্নিকর্ষজনিত অলৌকিক প্রত্যক্ষের ক্ষেত্রে বিশেষ্য বিশেষণভাবের কোনো নিয়ম নেই। কিন্তু শাব্দবোধের ক্ষেত্রে ইচ্ছানুসারে বিশেষ্য বিশেষণসম্বন্ধ গ্রহণ করা যায় না। আবার শব্দ যে মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ নয় তা বোঝাতে গিয়ে জগদীশ তর্কালঙ্কার বলেছেন, "গৌরস্তি" এই বাক্যটি শ্রবণকালে 'অস্তিত্ববিশিষ্ট গো' কে বিষয় করেই আমাদের শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। উচ্চারণকালে উপস্থিত বিভিন্ন পদার্থ প্রত্যক্ষের বিষয় হলেও তা কিন্তু শাব্দবোধের বিষয় হয় না। শাব্দবোধ স্থলে সেই অর্থে আকাঙ্ক্ষা, যোগ্যতা ও সন্নিধি বিশিষ্ট পদার্থ ভিন্ন অন্য অর্থ যুক্ত কোন পদার্থ শাব্দবোধের বিষয় হয় না। সুতরাং, শাব্দবোধ যদি মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ হত তাহলে "গৌরস্তি" এই বাক্যটি শ্রবণকালে 'অস্তিত্ববিশিষ্ট গো' এর মানস প্রত্যক্ষ হতে পারত কিন্তু 'অস্তিত্ববিশিষ্ট গো' বিষয়ক শাব্দবোধ উৎপন্ন হয়। অতএব শাব্দবোধ মানস প্রত্যক্ষ বিশেষ চার্বাকগণের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, শাব্দবোধ মানস প্রত্যক্ষ থেকে অতিরিক্ত একপ্রকার বোধ।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে শব্দ প্রমাণ বিষয়ক আলোচনায় জয়রাশিভট্টের বক্তব্য যেভাবে উঠে এসেছে তাতে তিনি শব্দকে মানস প্রত্যক্ষ বলে দাবী করেছেন একথা বলা যায় না। কারণ তিনি তাঁর *তত্ত্বোপপ্লবসিংহ* গ্রন্থে প্রত্যক্ষ প্রমাণের প্রামাণ্যও খণ্ডন করেছেন। সেক্ষেত্রে তিনি শব্দ প্রমাণের প্রামাণ্য বিষয়ে কোনো অভিমত জ্ঞাপনের চেয়ে বাচ্যবাচকত্ব হেতু বা আপ্তোক্ত হেতু যারা শব্দকে প্রমাণরূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন সেইমত খণ্ডনে ব্রতী হয়েছেন।

গ্রন্থপঞ্জি:

১. *তর্কসংগ্রহ ও তর্কদীপিকা* (অন্নংভট্ট), অনামিকা রায় চৌধুরী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (১৪১৭ বঙ্গাব্দ), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।
: শ্রীনারায়ণচন্দ্র গোস্বামী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও অধ্যাপনাসহ, (১৪১০ বঙ্গাব্দ), কলকাতা: সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

২. *তর্কভাষা* (কেশবমিশ্র), (প্রথম খণ্ড), গঙ্গাধর কর কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও বিবৃতি সহ, (২০১৯), কলকাতা: যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

৩. *ন্যায়সূত্র* (গৌতম), (প্রথম খণ্ড), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ, (২০০৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
: ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ, (২০০৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৪. *বাৎস্যায়নভাষ্য* (বাৎস্যায়ন), ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ (প্রথমখণ্ড), (২০১৪), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।
: ফণিভূষণ তর্কবাগীশ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ, বিবৃতি ও টিপ্পনীসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), (২০১৫), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

৫. *মীমাংসাসূত্র* (জৈমিনি), ভূতনাথ সপ্ততীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদসহ, (২০০৬), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

৬. *শব্দশক্তিপ্রকাশিকা* (জগদীশ তর্কালঙ্কার), গঙ্গাধর কর, কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

৭. *সর্বদর্শন সংগ্রহ* (সায়ন মাধবীয়), সত্যজ্যোতি চক্রবর্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (প্রথম খণ্ড), (১৪০৭), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।
: সত্যজ্যোতি চক্রবর্ত্তী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ (দ্বিতীয় খণ্ড), (১৪১৫), কলকাতা: সাহিত্যশ্রী।

৮. *ভাষাপরিচ্ছেদ* (বিশ্বনাথন্যায় পঞ্চানন), পঞ্চানন শাস্ত্রী কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (১৩৭৪ বঙ্গাব্দ), কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সী।

৯. *ভাষাপরিচ্ছেদ* (বিশ্বনাথন্যায় পঞ্চানন), গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তর্কতীর্থ কর্তৃক বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যাসহ, (২০০৮), বর্ধমান: বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়।

সহায়ক গ্রন্থ:

১০. কর, গঙ্গাধর। *শব্দার্থ – সম্বন্ধ-সমীক্ষা*। (২০০৩), কলকাতা: সংস্কৃত বুক ডিপো।

১১. কর, গঙ্গাধর। *নাস্তিকদর্শনে প্রমাণতত্ত্ব*। (২০২১), কলকাতা: সেন্টার অফ এ্যাডভান্সড্ স্টাডি ইন্ ফিলসফি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়।

১২. ঘোষ, রঘুনাথ এবং চক্রবর্তী, ভাস্বতী (সম্পাদিত)। *শব্দার্থ বিচার*। (২০০৫), কলকাতা: এলাইড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১৩. চট্টোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ। *লোকায়ত দর্শন*। (২০১৯), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১৪. চট্টোপাধ্যায়,লতিকা। *চার্বাক দর্শন*। (২০১৫), কলকাতা: নিউজ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।

১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, রুমা। *প্রমা ও প্রমাণ (ন্যায়বিন্দু ও প্রমাণবার্তিকের আলোকে)*। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, ২০০৬।

১৬. ভট্টাচার্য্য, সুখময়। *পূর্ব্বমীমাংসা দর্শন*। (১৯৮৩), কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ।

১৭. ভট্টাচার্য, রামকৃষ্ণ। *চার্বাকচর্চা*। (২০১৮), কলকাতা: ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড।

১৮. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার এবং মণ্ডল, কেয়া। *ন্যায় সম্মত প্রমাণতত্ত্বের রূপরেখা*। (২০১৬), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

১৯. মোহান্ত, দিলীপকুমার, *জয়রাশিভট্টের তত্ত্বোপপ্লবসিংহ এবং জ্ঞানতাত্ত্বিক সংশয়বাদ*। (২০২২), কলকাতা: মহাবোধি বুক এজেন্সি।

২০. মুখার্জী, রঞ্জনা, বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বানী এবং ভট্টাচার্য, কুন্তলা (সম্পাদিত)। *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা*। (২০১৪), কলকাতা: রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

২১. মণ্ডল, প্রদ্যোত কুমার এবং মণ্ডল, কেয়া। *ন্যায় সম্মত প্রমাণতত্ত্বের রূপরেআবন*। (২০১৬), কলকাতা: প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স।

২২. মুখোপাধ্যায়, উপেন্দ্রনাথ। *বৈশেষিকদর্শনম্*। (১৩৯৫ বঙ্গাব্দ), কলকাতা: বসুমতী কর্পোরেশন লিমিটেড।

২৩. মুখার্জী, রঞ্জনা, বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্বানী এবং ভট্টাচার্য, কুন্তলা (সম্পাদিত)। *ভারতীয় দর্শনে শব্দতত্ত্ব পরিক্রমা*। (২০১৪), কলকাতা: রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ইংরেজী গ্রন্থ:

২৪. Bhattacharya, Gopi Nath. *Tarka Samgraha- Dipikā on Tarka Samgraha*. Annambhatta: Translated and elucidated, (1983), Kolkata: Progressive Publishers.

২৫. Chatterjee, S.C. and Dutta, D.M. *An Introduction to Indian Philosophy.* (2016), New Delhi: Motilal Banarsi Dass.

২৬. Dasgupta, Surendranath. *A History of Indian Philosophy.* (Vol. I- V), (1969), Cambridge University Press.

২৭. Mohanta, Dilipkumar. *Studies in Jayarāśi Bhatta's Critique of Knowing from Words*. (2009), Kolkata: The Asiatic Society.

২৮. Sinha, Jadunath. *Indian philosophy.* (Vol. I & II), (2015) Delhi: MLBD Publishers.

২৯. Sharma, C.D. *A critical survey of Indian philosophy.* (2000), Delhi: MLBD Publishers.